গোপালগঞ্জে লগি-বৈঠা হাতে বিক্ষোভ, পুলিশের গাড়িতে আগুন



ছবি: সংগৃহীত

দেশব্যাপী ছাত্রধর্মঘট ঘিরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় লগি-বৈঠা নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে টুঙ্গিপাড়া মোড়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয় এবং পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়।

উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে নেতাকর্মীরা টুঙ্গিপাড়া মোড়ে জড়ো হয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও সেখানে যোগ দেন। এরপর লগি-বৈঠা হাতে মিছিল বের করেন তারা। পুলিশ মিছিলটি থামাতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশের একটি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন।

পরে নেতাকর্মীরা লগি-বৈঠা নিয়ে টুঙ্গিপাড়া মোড় ও আশপাশের এলাকায় অবস্থান করে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গোপালগঞ্জ থেকে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পাঠানো হয়েছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনা ছিল।

এর আগে সোমবার রাতে ছাত্রধর্মঘট ঘিরে গোপালগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধের ঘটনা ঘটে। শহরের জেলা স্কুলের প্রধান ফটক, সরকারি মহিলা কলেজের দেয়াল, পাসপোর্ট অফিসের দেয়াল এবং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফটকসহ বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এসব ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এ ছাড়া শহরের বেদগ্রাম এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন। কোটালীপাড়ায় মশাল মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণের খবরও পাওয়া গেছে।

গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ জানান, সোমবার রাতের ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় সাতটি মোটরসাইকেল জব্দের পাশাপাশি ১৫টি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান তিনি।